দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৮ OCT 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন

গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যায়, বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার বাহেরচরের শ্রীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি নদীগর্ভে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইহার আগে ভবনটি যে নদী ভাঙনে বিলীন হইবার পথে, তাহার ব্যাপারে সতর্কতামূলক রিপোর্ট ইত্তেফাকেই ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটি সরাইয়া নেওয়া কিংবা ভাঙিয়া ফেলিবার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। আমাদের মেহেন্দিগঞ্জ প্রতিনিধি টেলিফোনে জানান, যে ভবনটি নদীগর্ভে ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাহা সদ্য নির্মিত। এই বৎসর জুনে তাহা উদ্বোধন করা হইলেও ঝুঁকিপূর্ণ হইবার কারণে কোনো ক্লাসই নেওয়া সম্ভব হয় নাই। অর্থাৎ নূতন এই ভবনটি নির্মাণে এক কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইলেও তাহার সুফল জনগণ পান নাই। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আরো একটি ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

মেহেন্দিগঞ্জ একটি ভাঙনকবলিত এলাকা। এই ধরনের ভাঙনকবলিত এলাকা সারাদেশে আরো রহিয়াছে। এইসব এলাকায় যে কোনো সরকারি স্থাপনা নির্মাণে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। আবার শুধু নদী ভাঙনের কারণে নহে, সারাদেশে জরাজীর্ণতার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক। কয়েক দিন আগে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি খবরে বলা হইয়াছে যে, সংস্কারের অভাবে বেহাল হইয়া পড়িয়াছে রাঙামাটি জেলার ৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তন্মধ্যে ২০টি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এতটাই সঙ্গীন যে, তাহাতে ত্রিপল টানাইয়া পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখা হইয়াছে। গত চার মাস পূর্বে রাঙামাটিতে পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটে। ইহাতে উক্ত বিদ্যালয়গুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক বিদ্যালয়ের টিউবওয়েল, শৌচাগার এবং আসবাবপত্রেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এদিকে সাম্প্রতিককালের একটি পরিসংখ্যান বলিতেছে, দেশে রাঙামাটির মতো এমন জরাজীর্ণ আরো প্রায় ২০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। তবে সরকারের যত সদিচ্ছাই থাকুক, জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত কয়েক হাজার বিদ্যালয় রাতারাতি সংস্কার কিংবা নূতন করিয়া নির্মাণ করা যে প্রায় অসম্ভব—তাহা সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন। কেননা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া ভবনগুলি মেরামত বা নূতন করিয়া নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু যখন এমন অভিযোগ শোনা যায় যে, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রাচীন বিদ্যালয়গুলি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া জীর্ণ বা পরিত্যক্ত হইয়া আছে এবং বারংবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও কোনো প্রতিকার মিলিতেছে না, তখন উদ্বিগ্ন না হইয়া উপায় থাকে না। এই ব্যাপারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল ভূমিকাও একান্তভাবে প্রত্যাশিত।

শিক্ষার প্রতি বর্তমান সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন। ফলে প্রাথমিকে বর্তমানে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৯৮ শতাংশে পৌঁছাইয়াছে। কিন্তু অনুকূল পরিবেশে পাঠদানের নিমিত্তে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা না হইলে স্বভাবতই শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরিয়া রাখিবার অনিশ্চয়তা বহুলাংশে বাড়িয়া যায়। এমনকি জরাজীর্ণ এইসব ভবন ধসিয়া পড়িয়া প্রাণহানির মত দুর্ঘটনার আশঙ্কাকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আবার নদী ভাঙনের কারণে বিদ্যালয় ঝুঁকিতে থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার যে গভীর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তাহার অবসানেও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে নূতন বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক বরাদ্দ দিয়া প্রাথমিকভাবে বিদ্যালয় ভবনগুলির জরাজীর্ণতা দূর করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।